# বাহ্যিক বনাম আন্তরিক

মার্ক ৭:১-১৪

আমরা সবাই অভ্যাসের দাস। জীবনযাপনে সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমরা আমাদের প্রাত্যহিক কাজসকল একই পদ্ধতিতে করে থাকি। এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নয়, আমরা আমাদের মাণ্ডলিক জীবনেও এক প্রকার রুটিন মেনে চলি। প্রথম থেকে আমরা যে মাণ্ডলিক উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়েছি, সেটাই আমাদের কাছে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেও দোষের কিছু নেই। কিন্তু মণ্ডলীতে অনেক বিষয় পরম্পরা বা ঐতিহ্য হয়ে উঠতে পারে। প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক রুটিন মাফিক কাজের পরিবর্তে সেগুলি খুবই মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। এমন কতগুলি বিষয় আবার অনেক সময় পবিত্র বা অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠতে পারে। তাই, তাদের পরিবর্তন ঘটালে, মানুষেরা খুবই চটে যায়। (পিয়ানো কোথায় থাকবে, উপাসনার শুরুতে কোন গান গাওয়া হবে, বা কীভাবে দান সংগৃহীত হবে)। একটি প্রশ্নের উত্তর থেকে আপনি এমন অনেক বিষয়কে চিহ্নিত করতে পারেন, "কোন্ বিষয়কে বাদ দিলে, মণ্ডলী আর মণ্ডলী হতে পারে না?"

**ক। সত্য পরম্পরা**

অবশ্য আমাদের মণ্ডলীতে এমন কিছু পরম্পরা আছে, যেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি আমাদের কাছে ঈশ্বর ও মানুষ সম্বন্ধে সত্যকে পৌঁছে দেয়। সঠিক পরম্পরার পিছনে সর্বদা বাস্তব অর্থপ্রকাশ পেয়ে থাকে। যীশু নিজে এই পরম্পরাকে মণ্ডলীতে স্থাপন করেছেন। তা হোল বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজ। প্রতীক হিসাবে এই দুটি পরম্পরা বিশ্বাসী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সত্য অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করে। বাপ্তিস্ম আমাদের পাপ থেকে ত্রাণ করে না, কিন্তু বিশ্বাসীর জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা যে পরিত্রাণ সাধিত হয়েছে, বাপ্তিস্ম হল তার প্রতীক। একইভাবে, প্রভুর ভোজ কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হবে, যদি আমরা রুটি ও দ্রাক্ষারসের পিছনে আমাদের পাপের কারণে খ্রীষ্টের ভগ্ন শরীর ও পাতিত রক্তকে দেখতে ব্যর্থ হই। অর্থাৎ, সত্য পরম্পরার বাহ্যিকতাকে অতিক্রম করে বাস্তব অর্থকে খুঁজতে হবে, যার দ্বারা আমরা জানতে সক্ষম হই, "ঈশ্বর কে ও আমরা কারা?"

**খ। মিথ্যা পরম্পরা**

একইভাবে আমরা মণ্ডলীতে মিথ্যা পরম্পরাকেও দেখতে পাই। ১-৫ পদে এ বিষয়ে বলা হয়েছে। এখানে, শিষ্যদের আচরণ সম্বন্ধে কিছু ফরিসী ও ইহুদি যীশুকে নালিশ করেছে। তাদের চিন্তায়, যীশুর শিষ্যেরা প্রাচীন পরম্পরাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে, খাদ্য গ্রহণের পূর্বে হাত ধোয়ার শুচিতা সম্বন্ধীয় আনুষ্ঠানিক পরম্পরাকে লঙ্ঘন করেছে।

ইহুদিদের কাছে কিছু ব্যবস্থা বা ধর্মীয় আচার-প্রথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সবার প্রথমে ছিল 'দশ আজ্ঞা'। তারপর মোশির "পঞ্চ পুস্তক"। এইসব ব্যবস্থার ব্যাখ্যাসমূহ "মিশ্না" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়। যীশুর সময় ইহুদিদের কাছে এগুলি প্রাচীনদের কাছ থেকে পাওয়া মৌখিক পরম্পরা হিসাবে পরিচিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে ইহুদি গুরুরা এইসব ব্যবস্থার ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ সম্বন্ধে নিজেদের মতামত দিতে শুরু করে। খাওয়ার পূর্বে "হাত-



অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

ধোওয়া" এমনই একটি ব্যবস্থা-ব্যাখ্যার ফল।

খাওয়ার পূর্বে আঙুল উপরের দিকে করে হাতে জল ঢালা হত, সেই জল বিশেষ পাত্রে রেখে তার শুচিতা রক্ষা করা হত। আবার আঙুল নিচের দিকে করে কব্জি থেকে জল ঢালা হত। অর্থাৎ, এর অর্থ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নয়, কিন্তু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মাত্র, যা পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ পরম্পরায় রূপান্তরিত হয়েছিল। তাই, যীশু কড়া ভাষায় এমন মিথ্যা অর্থহীন পরম্পরারকে অস্বীকার করেন (৬-৮ পদ)। যীশু দেখতে পেয়েছিলেন যে, প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তাদের বিশেষ দৃষ্টি। তাদের ঈশ্বর আরাধনা ছিল মিথ্যা, কারণ, তারা মানুষের তৈরী পরম্পরাকে ধর্মীয়-মতামতে রূপান্তরিত করেছিল। মথি ২৩:২৫-২৬ পদে আরও পরিষ্কারভাবে যীশু তাদের ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন। যীশু তাদের বুঝাতে চাইলেন, যে, বাহ্যিক বিষয়ের থেকে আন্তরিক বিষয় অনেক বেশি মূল্যবান। তাদের হাতের পরিস্থিতি থেকে তাদের হৃদয়ের পরিস্থিতির প্রতি যীশুর বেশি লক্ষ্য ছিল। কারণ, মানুষ বাইরে দেখলেও, ঈশ্বর ভিতর দেখেন (১ শমূ ১৬:৭" মীখা ৬:৬-৮" হোশেয় ৬:৬)।

আবার পরম্পরার দোহাই দিয়ে তারা ঈশ্বর সেবা থেকেও নিজেদের সরিয়ে রাখত। ৯-১৩ পদে, যীশু সে বিষয়েও উল্লেখ করেন। পঞ্চম আজ্ঞায় পিতা-মাতাকে সমাদর করতে বলা হয়েছে (যাত্রা ২০:১২)। কিন্তু কিছু স্বার্থপর ইহুদি পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ এড়িয়ে যেতে মিথ্যা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আশ্রয় নেয়- নিজ সম্পত্তি 'কোরবান' অর্থাৎ, ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ঘোষণা করে। এইভাবে কপটতার আশ্রয় নিয়ে জাগতিক সম্পত্তি পিতা-মাতার সেবায় ব্যবহার না করে নিজেরা ভোগ করতে থাকে। অর্থাৎ, ঈশ্বরের নামের দোহাই দিয়ে, মন-গড়া পরম্পরা তৈরী করে, তারা তাদের স্বার্থপর ব্যক্তিগত ইচ্ছা চরিতার্থ করছিল।

**৩। পরম্পরার সত্যতা বিচার**

সত্য ও মিথ্যা পরম্পরা চিনে নেবার উপায় কী? খ্রীষ্টধর্মের কেন্দ্রীয় শিক্ষা "অন্তর-সম্বন্ধীয়।" ঈশ্বর চান মানুষের আন্তরিক আমূল পরিবর্তন। আমাদের বাইরের চেহারার থেকে আমরা ভিতরে কী, সে বিষয়ে তিনি বেশি আগ্রহী। তাই, সত্য পরম্পরা আমাদের আন্তরিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত। সত্য পরম্পরা দেখিয়ে দেয় "আমরা কে?" এবং "ঈশ্বর কে?" তাই, আমাদের উপাস্য বিষয় পরম্পরা নয়, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর। পিতলের সাপের উদাহরণ (গণনা ২১:১-৯" ২রাজা ১৮:৪)।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা বর্তমানে বাস করে চলেছি। অতীতের সুখস্মৃতি বা ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন নয়, বর্তমান বাস্তব জীবনকে মূল্য দিতে হবে। আমাদের ঈশ্বর *"I Was"* বা *"I Will be"* নন, তিনি হলেন, *"I Am"*। তিনি আজও কর্মরত।

পুরানো কূপায় যেমন নতুন দ্রাক্ষারস রাখা যায় না, বা পুরানো কাপড়ে যেমন নতুন কাপড়ের তালি দেওয়া যায় না (মথি ৯:১৬-১৭); তেমনি, মিথ্যা পরম্পরাকে আঁকড়ে ধরে থাকা নয়, কিন্তু তাঁর শক্তিতে নতুন আলোয় পথ চলা। তাই, আসুন, আমরাও প্রেরিত পৌলের মত পিছনের বিষয়গুলি ভুলে গিয়ে সম্মুখ ধাবনক্ষেত্রের উদ্দেশে এগিয়ে চলি (ফিলি ৩:১৩-১৪)।